সংবাদ

তারিখ ... 04 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

ইউজিসি কর্মকর্তার মৃত্যু

বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক

র‍্যাবের নির্যাতনেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্মকর্তা (ইউজিসি) ওমর সিরাজের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী সাবিনা ইসলাম শম্পা। গত শুক্রবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গের সামনে সাংবাদিকদের কাছে এ অভিযোগ করেন তিনি। শম্পা বলেন, তার স্বামীর হার্টের কোন রোগ ছিল না। তার স্বামী দোষ করলে তার জন্য আইন আছে। আদালত তার স্বামীকে শাস্তি দেবে।

তিনি দাবি করেন, যে অভিযোগে তার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা সঠিক নয়। অফিসের লোকজনই তাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ওমর সিরাজের মৃত্যু হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ওরম সিরাজ র‍্যাবের কাছে দ্বিতীয় দফা ২ দিনের রিমান্ডে ছিলেন। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসুস্থ হলে র‍্যাব তাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জানান, ওমর সিরাজের শরীরে উল্লেখযোগ্য আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। তার হার্ট অত্যন্ত বড় ছিল। তিনি হার্ট অ্যাটাকেই মারা গেছেন। সিরাজকে নির্যাতনে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করে র‍্যাব-৪ এর অপারেশন অফিসার বলেছেন, ওমর সিরাজ চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইউজিসি কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে সহকারী পরিচালক ওমর সিরাজসহ ৩ জনকে আটক করা হয়।

ইউজিসি কর্মকর্তা ওমর সিরাজের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, র‍্যাব তার মৃত্যুর অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসকও বলছেন, তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তৃতীয়ত, তার স্ত্রী বলছেন যে, তিনি হৃদরোগে মারা যাননি এবং তার হৃদরোগের কোন সমস্যা ছিল না বরং র‍্যাবের নির্যাতনেই তার মৃত্যু হয়েছে। তাহলে কার বক্তব্য সত্য, সেটাই জানার বিষয়। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন তদন্ত হয়নি। দেশে আইন আছে। অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার জন্য আদালতও আছে। কিন্তু অনেক সময়ই অভিযুক্তদের ধরার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে থাকার সময় প্রায়ই তারা 'হার্ট অ্যাটাকে' মৃত্যুবরণ করেন। অভিযোগ হচ্ছে, তারা নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন। এসব ঘটনার কোনটারই সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও আইনি তদন্ত হয় না এবং হেফাজতে হত্যার দায়ে কারও শাস্তিও হয় না।

ওমর সিরাজ যদি সত্যিই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত হন সেটা তদন্ত করে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা উচিত ছিল। সেটা না করে র‍্যাব তাকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করেছে। অতীতেও র‍্যাবের বিরুদ্ধে ক্রসফায়ার, হেফাজতে নির্যাতনে হত্যা, নিরীহ ছাত্র লিমনকে নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। র‍্যাবের বিরুদ্ধে এখনও ক্রসফায়ারের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু এসব অভিযোগের কোন গ্রহণযোগ্য ও আইনি তদন্ত যেমন হয় না, তেমনি বিচারবহির্ভূত এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার ও শাস্তি হয় না।

আমরা চাই, ইউজিসি কর্মকর্তা ওমর সিরাজের মৃত্যুর দ্রুত আইনি তদন্ত হোক। অর্থাৎ মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের জন্য বিভাগীয় তদন্ত করা হোক। তদন্তে হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত হলে দোষী র‍্যাব সদস্যদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। এ নিয়ে যে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে সেটা দূর করতে হবে। নিহতের স্ত্রী যাতে ন্যায়বিচার পান সেটা নিশ্চিত করতে হবে।